



36891 - সংক্ষপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বধি-বধান

প্রশ্ন

কুরআনে স্পষ্টভাবে নারীর জন্য যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে -সেটা ইসলামী দেশে হোক কিংবা অনসৈলামী দেশে হোক- কী পরধান করা আবশ্যকীয় সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পুরুষের পোশাকের ব্যাপারটি জানতে চাই। সেটা যে দেশে বা যে সমাজে হোক না কেন; ইসলামী দেশে কিংবা অনসৈলামী দেশে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সংক্ষপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বধি-বধান। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি যথেষ্ট হয় এবং কাজে আসে:

১. পরধানযোগ্য সব পোশাকের মূল বধান হচ্ছে- বৈধতা। যদি না কোন পোশাক হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল থাকে; যমেন- পুরুষদের জন্য রশেমের কাপড় পরা। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় এ দুটো জনিসি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম (নষিদ্দি), নারীদের জন্য জায়যে (বৈধ)।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৪০), আলবানী সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন] যমেন- মৃতপ্রাণীর চামড়া পরধান করা অবৈধ; তবে দাবাগত করলে তথা প্রক্রিয়াজাত করলে বৈধ। আর ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম দিয়ে তৈরি পোশাক এর বধান হচ্ছে- এগুলো পবিত্র ও বৈধ। মৃতপ্রাণীর চামড়া ব্যবহারের বধান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে 1695 নং ও 9022 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

২. স্বচ্ছ পোশাক পরধান করা অবৈধ; যে পোশাকে সতর ঢাকবে না।

৩. পোশাকাদরি ক্ষেত্রে কাফরে ও মুশরকিদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। তাই যে সব পোশাক কাফরেদের নজিস্ব পোশাক সেগুলো পরধান করা নাজাযে।

আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুসুম রঙ-এর দুটো কাপড় পরহিতি দেখে বললেন: এগুলো কাফরেদের পোশাক। তাই, তুমি এগুলো পরধান করো না।[সহিহ মুসলিম (২০৭৭)]

৪. পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য নারীদের বেশে ধারণ করা এবং নারীদের জন্য পুরুষদের বেশে ধারণ করা হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী

নারীদ্বয়েরকে লানত করছেন।[সহি বুখারী (৫৫৪৬)]

৫. সুন্নত হচ্ছে- যাকোন মুসলমি বসিমল্লাহ্ বলতে ডান দকি থেকে কাপড় পরা শুরু করবে এবং বাম দকি থেকে কাপড় খোলার শুরু করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তোমরা পোশাক পরবে কিংবা ওয়ু করবে তখন ডান দকি থেকে শুরু কর।”[সুনানে আবু দাউদ (৪১৪১), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৮৭) হাদিসটিকে সহি আখ্যায়িত করছেন।

৬. নতুন পোশাক পরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও দোয়া করা সুন্নত। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো নতুন কাপড় পরধান করতেন, তখন এই পোশাকের নাম উল্লেখ করতেন; যমেন- পাগড়ি বা জামা কিংবা চাদর। তারপর বলতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

(অর্থ :হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে সে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সটোর অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।)[সুনানে তিরমিযি (১৭৬৭), সুনানে আবু দাউদ (৪০২০), শাইখ আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

৭. অহমকি ও অতিরঞ্জন বর্জন করে পোশাক-পরচ্ছদ পরচ্ছিন্ন রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া সুন্নত। আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তনি বলেন: “যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পরমাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশে করবে না। এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ তো পছন্দ করে তার কাপড়টি সুন্দর হবে, তার জুতাটি সুন্দর হবে। তনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে- সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা।”[সহি মুসলিম (৯১)]

৮. সাদা রঙের পোশাক পরধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলছেন: “তোমরা সাদা পোশাক পরধান করো। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম পোশাক। এবং সাদা পোশাকে তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।”[সুনানে তিরমিযি (৯৯৪) হাসান সহি, আলমেগণ সাদা রঙের পোশাক পরাক মুস্তাহাব বলেন; সুনানে আবু দাউদ (৪০৬১) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৭২)]

৯. পরধিয়ে যে কোন পোশাকের সর্বোচ্চ সীমা টাকনু পর্যন্ত; কোন পোশাককে টাকনুর নীচে প্রলম্বিত করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তনি বলেন: “লুঙগরি যতটুকু টাকনুর নীচে যাবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে।”[সহি বুখারী (৫৪৫০)] আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



থেকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলেন: “আল্লাহ্ কয়ামতেরে দনি তিনি ব্যক্তির সাথে কথা বলবনে না, তাদরেকে পবিত্র করবনে না এবং তাদরে জন্ম রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তিনিবার বলছেন। আবু যার (রাঃ) বলেন: তারা ব্যর্থ হোক ও ক্ষতগ্রস্ত হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বললেন: লুগ্গি প্রলম্বতিকারী, খোঁটা দানকারী ও মথিয়া শপথ করে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী। [সহিহ মুসলিম (১০৬)]

১০. ‘যশোদ-পোশাক’ পরধান করা হারাম। সটো এমন পোশাক যা পরহিতিকে অন্যদরে থেকে আলাদা করে তোলে; যাত করে তার দিকে চোখ তুলে তাকানো হয়, তার পরচিতি লাভ হয় এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি যশোদ-পোশাক পরবে কয়ামতেরে দনি আল্লাহ্ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবনে।” অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, “এরপর তাকে আগুন পোড়ানো হবে”। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে”। [সুনানে আবু দাউদ (৪০২৯), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬০৬) ও (৩৬০৭), শাইখ আলবানী ‘সহীহু তারগীব গ্রন্থে (২০৮৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন।]

প্রশ্নকারী ভাই এ ওয়েব সাইটের ‘পোশাক’ অধ্যায় [দেখতে](#) পারেন; সেখানে এ বিষয়ে আরও জ্ঞান রয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।